প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক ঃ
মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ
মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ ঃ
ড. তরুণ কান্তি শিকদার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
নেছার আহ্‌মদ
যুগ্ম-সচিব
সত্যকাম সেন
উপ-সচিব (সমন্বয়) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তথ্য সমন্বয়কারী ঃ
ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সহকারী পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
রবীন্দ্রনাথ রায়
জনসংযোগ কর্মকর্তা
মোঃ নাসির উদ্দীন খান
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশক : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১৬
স্বত্ত্ব : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
সকল স্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ
নাসিম এন্টারপ্রাইজ
৯৫, দক্ষিণ বিশিল, রোড-৪, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

বাণী

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও গুণগতমানের অগ্রগতি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করে নিরক্ষরমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানসম্মত শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা করেন।

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এ সকল কর্মসূচির আওতায় বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি তাদের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য বিতরণ করা হচ্ছে উন্নতমানের বিস্কুট। বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে মিড-ডে মিল। এছাড়া বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও সংস্কার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে নির্মিত হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেটসহ ওয়াশব্লক। বিদ্যালয়গুলোতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিখন-শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কমিয়ে আনার জন্য বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় এক লক্ষের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরেপড়ার হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুসহ মেয়ে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। মানসম্মত একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি আশা করি, এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে দেশের সকল শ্রেণির জনগণ জানতে পারবে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সার্বিক উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে আপামর জনগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি)

বাণী

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্তমান সরকার সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশুকে মানব সম্পদে পরিণত করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর মধ্যে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিশুদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১৫শ নতুন বিদ্যালয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে সম্পূর্ণ নতুন পাঠ্যবই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের পাশাপাশি চালু করা হয়েছে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণসহ বৃদ্ধি করা হয়েছে শিক্ষক পদসংখ্যা এবং নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং অর্জিত হয়েছে প্রায় শতভাগ শিশু ভর্তি। বর্তমানে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে এবং মেয়ে শিশুর ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি ও অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ইউনেস্কো শান্তি বৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব হবে। চিত্রিত হবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতির মানচিত্র।

প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত সংগ্রহ করা সহজ হবে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য করণীয় সম্পর্কে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান)

সম্পাদকীয়

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

'মানসম্মত শিক্ষা জাতির প্রতিজ্ঞা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া এই প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তার কার্যক্রম পরিচালিত করে চলেছে। মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ্য সরকারের ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এবং এসডিজিস গোলের লক্ষমাত্রা অর্জনে বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মানসম্মত, জীবনমুখী ও একীভূত শিক্ষা প্রদানে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন।

বার্ষিক প্রতিবেদন যে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের হালফিল খতিয়ান। যা দর্পণের মতো মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। বার্ষিক প্রতিবেদনে একদিকে যেমন সরকারের বাজেটের জনগণের দেয়া অর্থের প্রকৃষ্ট ব্যবহার হলো কিনা তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে পরবর্তী বছরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে পূর্বের অভিজ্ঞতা ও সংরক্ষিত তথ্য উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল একটি চিত্র পাঠককুলের সামনে উপস্থাপন করা হলো। শিক্ষা নিয়ে যারা গবেষণা করেন এই তথ্য উপাত্ত তাদের কাজে সামান্যতম উপকারে আসলে আমরা কৃতার্থ হবো।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মূলত গত এক বছরে কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতির এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র। সরকারের সবচেয়ে বড় পরিবার ও বিশাল কর্মকাণ্ডের সব চিত্র হয়তো এতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলিত হবেনা। তবুও নিয়মিত তথ্য উপাত্ত সংযুক্ত করার প্রয়াস ছিল। যা গবেষকদের গবেষণা কাজে অন্যতম রেফারেন্স হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করি।

পরিশেষে, প্রকাশনার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

(ড. তরুণ কান্তি শিকদার)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
		এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৭
১.০		সূচনা	১০
	১.১	প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১
	১.২	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১২
	১.৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১২
	১.৪	বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী	১৪
	১.৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা	১৫
	০.৬	২০১৪ সালের শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তথ্য	১৫
	১.৭	গ্রস ও নিট ভর্তির হার	১৫
	১.৮	ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	১৫
	১.৯	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তথ্য	১৬
২.০		বিশেষ অর্জন	১৭
৩.০		প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি	১৮
	৩.১	সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ	১৮
	৩.২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)	১৯
	৩.৩	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড	২১
	৩.৪	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেল	২১
	৩.৫	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩)	২২
৪.০		পিইডিপি-৩ বহির্ভূত অন্যান্য প্রকল্প	৩৪
	৪.১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৩৪
	৪.২	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৩৫
	৪.৩	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৩৭
	৪.৪	ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	৩৮
	৪.৫	দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	৩৯
	৪.৬	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	৪০
	৪.৭	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন প্রকল্প	৪১
	৪.৮	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি)	৪২
	৪.৯	ইংলিশ ইন এ্যাকশন প্রকল্প	৪২
	৪.১০	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৪৩
৫.০		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	৪৪
৬.০		বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	৪৯
৭.০		জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)	৫১
৮.০		শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৫৯

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
	মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ			
১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭২		
২.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫,২৪০		
৩.	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭৯		
৪.	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২		
৫.	নন-রেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাণিজ্য	১,৯২৬		
৬.	পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৫		
৭.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৬		
৮.	রস্ক স্কুল	৬,২৫৮		
৯.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২		
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত			
১০.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫,৫৯৯		
১১.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫৪		
১২.	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২,৮৭৭		
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত			
১৩.	কিন্ডার গার্টেন	১৮,৩১৮		
১৪.	চা-বাগান স্কুল	৫৩		
	এনজিও ব্যুরো পরিচালিত			
১৫.	এনজিও স্কুল	২,৬৮০		
১৬.	ব্রাক স্কুল	১৩,৫২২		
১৮.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫,৪১৮		
১৯.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,২২,৭২১		
	শিক্ষক ঃ	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৫,৭২৪	১,৪৯,৯৩৫	২,২৫,৬৫৯
২১.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	৪৭,৪৬৬	৪৯,৩৬২	৯৬,৮২৮
২২.	অন্যান্য শিক্ষক	৯০,৩০৯	১,১৫,০০২	২,০৫,৩১১
২৩.	মোট শিক্ষক	২,১৩,৪৯৯	৩,১৪,২৯৯	৫,২৭,৭৯৮
	শিক্ষার্থী ঃ	বালক	বালিকা	মোট
২৪.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৪৬,০৭,৭১২	৪৯,৭০,৯৭৬	৯৫,৭৮,৬৮৮
২৫.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২০,৫৭,৮৮৮	২১,৫৭,০৭৭	৪২,১৪,৯৬৫
২৬.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২৭,০৩,৪৭৯	২৫,৭০,৬২৯	৫২,৭৮,১০৮
	মোট শিক্ষার্থী	৯৩,৬৯,০৭৯	৯৬,৯৮,৬৮২	১,৯০,৬৭,৭৬১

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
		বালক	বালিকা	মোট
২৭.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৪,৫০,৫৪৬	১৪,১৪,৩৩১	২৮,৬৪,৮৭৭
২৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			৯৩,২৪৭
২৯.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা			১,৭৪,৭৩,৯০৩
৩০.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা			১,৭১,১১,১১৪
৩১.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভুত শিশুর সংখ্যা			৩,৬২,৭৮৯
৩২.	গ্রস ভর্তির হার			১০৯.২%
৩৩.	নীট ভর্তির হার			৯৭.৯৪%
৩৪.	ঝরে পড়ার হার			২০.৪%
৩৫.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার			৭৯.৬%
৩৬.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			২৮,৩৯,২৩৮
৩৭.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার (২০১৫)			৯৮.৫২%
৩৮.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১৫)			২,৬৪,১৩৪
৩৯.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার (২০১৫)			৯৫.৯৩%
৪০.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)			৫,২৪৭.৩৬ কোটি টাকা
৪১.	বাস্তবায়ন অগ্রগতি হার			৯৮.০২%
৪২.	জাতীয় অগ্রগতির হার			৯২.৬২%

- জুন ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫,২৪০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং ১,১৪,৭৫৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।

এক নজরে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি :

- প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ (পিইডিপি-৩) : ৫৭টি
- শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ : ৪৮৪৭টি
- নলকূপ স্থাপন : ৭৭৬৭টি
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ : ৭৭৮০টি
- বড় ধরণের মেরামত : ১৩১২টি
- বিদ্যালয় রুটিন মেরামত : ৫৫,৮৫২টি
- প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ (জিপিএস) : ৫৪৩টি
- বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন : ৯৩টি
- প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন: নির্মাণ (আইডিবি সহায়তায়) : ৭০টি
- পিটিআই নির্মাণ : ৩টি

- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম : ১.১৭ কোটি শিক্ষার্থী
- দরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম : ৩০.০৫ লক্ষ শিক্ষার্থী
- স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন (SLIP) : ৬৩,৬৯১টি বিদ্যালয়
- শিক্ষকদের সিইনএড এবং ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান : সিইনএড-৮৯৪৮ জন শিক্ষক, ডিপিএড-৫৮৩৫ জন শিক্ষক
- সহকারী শিক্ষক নিয়োগ : ১৩,৯৮৮ জন
- প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণ : ৪টি বিদ্যালয় (২০১৬ শিক্ষাবর্ষ) সহ মোট ৭৬৪টি বিদ্যালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার ভিত্তি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়। সেই বাধ্যবাধকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সময়েই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে পূর্ণাংগ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছে। NPA অনুযায়ী সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণার্থে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অতি সম্প্রতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) গ্রহণ করা হয়েছে। এতে "Inclusive and equitable quality education and ensuring lifelong learning for all" এর কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, যাতে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা যায়। এ ছাড়াও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-যা মূলত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষর করে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। এ ছাড়াও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন''। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৭ নং আইন) প্রণয়ন করে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

(১) মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা;

(২) কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা;

(৩) শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা;

(৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা;

(৫) শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা;

(৬) শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৮) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া;

(১০) সব ধরণের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো :

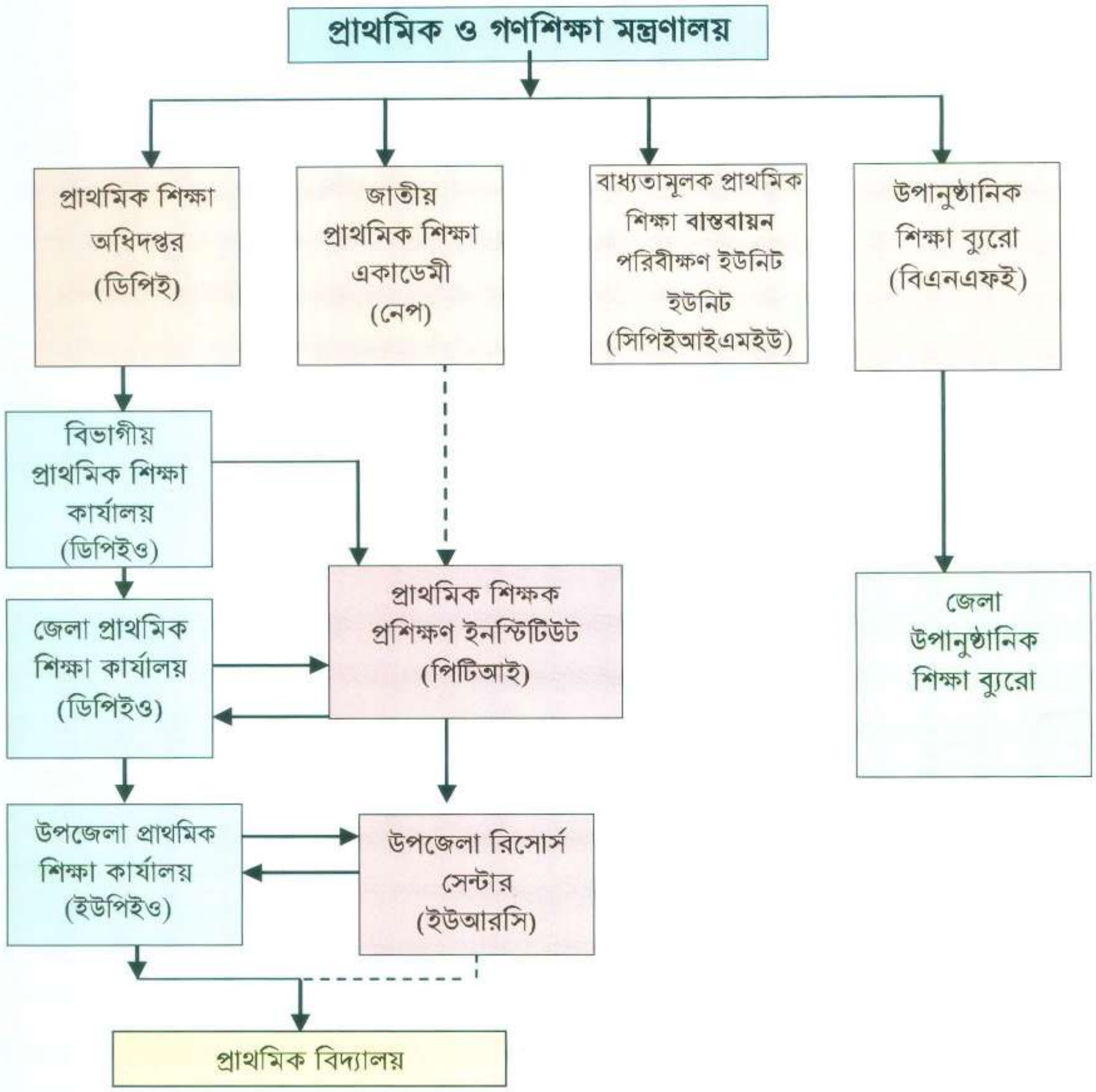

১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় ও সমন্বয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মোট ৪টি অধিশাখা, ২টি পরিকল্পনা অধিশাখা, ১০টি শাখা, ৪টি পরিকল্পনা শাখা এবং ১টি কম্পিউটার সেল রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে পাঁচজন অতিরিক্ত সচিব ও চারজন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো :

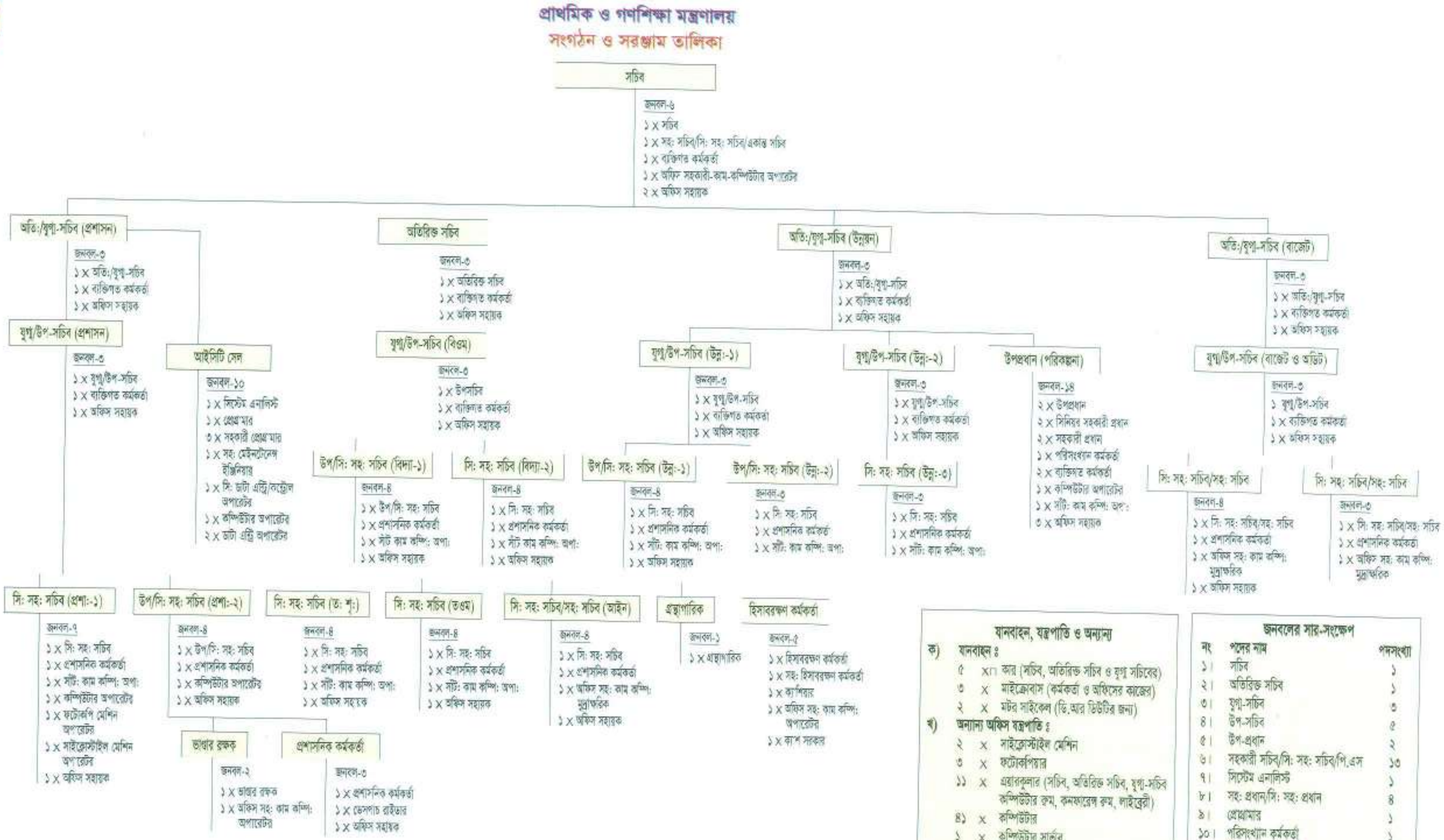

যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

ক) যানবাহন :

- ৫ × কার (সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবের)
- ৩ × মাইক্রোবাস (কর্মকর্তা ও অফিসের কাজের)
- ২ × মটর সাইকেল (ডি.আর ডিউটির জন্য)

খ) অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি :

- ২ × সাইক্লোস্টাইল মেশিন
- ৩ × ফটোকপিয়ার
- ১১ × এয়ারকুলার (সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব কম্পিউটার রুম, কনফারেন্স রুম, লাইব্রেরী)
- ৪১ × কম্পিউটার
- ১ × কম্পিউটার সার্ভার
- ৫ × ল্যাপটপ
- ১৮ × প্রিন্টার
- ১ × স্ক্যানার
- ১ × মাল্টিমিডিয়া
- ২ × ফ্রিজ
- ৫ × পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন
- ৫ × ফ্যাক্স মেশিন
- ১ × ইন্টারকম সিস্টেম
- ২ × রঙ্গিন টিভি

জনবলের সার-সংক্ষেপ

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১।	সচিব	১
২।	অতিরিক্ত সচিব	১
৩।	যুগ্ম-সচিব	৩
৪।	উপ-সচিব	৫
৫।	উপ-প্রধান	২
৬।	সহকারী সচিব/সি: সহ: সচিব/পি.এস	১৩
৭।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
৮।	সহ: প্রধান/সি: সহ: প্রধান	৪
৯।	প্রোগ্রামার	১
১০।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
১২।	সহকারী প্রোগ্রামার	৩
১৩।	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১
১৪।	গ্রন্থাগারিক	১
	১ম শ্রেণি	৩৮
	২য় শ্রেণি	২৬
	৩য় শ্রেণি	২৫
	৪র্থ শ্রেণি	২৭
	সর্বমোট	১১১

১.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী :

বিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা				শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্রীর হার	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট	শিক্ষিকার হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭২	৪৬,০৭,৭১২	৪৯,৭০,৯৭৬	৯৫,৭৮,৬৮৮	৫২%	৭৫,৭২৪	১,৪৯,৯৩৫	২,২৫,৬৫৯	৬৬%
নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫,২৪০	২০,৫৭,৮৮৮	২১,৫৭,০৭৭	৪২,১৪,৯৬৫	৫১%	৪৭,৪৬৬	৪৯,৩৬২	৯৬,৮২৮	৫১%
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২	১০,২৫৫	১১,১৭৭	২১,৪৩২	৫২%	১৮৯	৩৩১	৫২০	৬৪%
নন-রেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৯২৬	১,৩৬,৫২৩	১,৩৫,৫৭৪	২,৭২,০৯৭	৫০%	২,০৯০	৫,০৫০	৭,১৪০	৭১%
পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৫	৫,৫৩০	৫,২৫৯	১০,৭৮৯	৪৯%	৩৫	২৪৪	২৭৯	৮৮%
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২,৮৭৭	২,০০,৮৭৮	১,৯০,০৭০	৩,৯০,৯৪৮	৪৯%	৮,৯৭৫	২,৩২৩	১১,২৯৮	২১%
কিন্ডার গার্টেন	১৮,৩১৮	১২,২৫,৪৪৫	১০,৫৪,৪২৭	২২,৭৯,৮৭২	৪৬%	৮৪,৫৫২	৬৯,৬১৪	১,১৮,১৬৬	৫৯%
এনজিও স্কুল	২,৬৮০	১,০৫,২৮৫	১,১৪,৬৮৩	২,১৯,৯৬৮	৫২%	১,৬৯৮	৪,২৫৯	৫,৯৫৭	৭২%
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৬	৭,১৩৭	৭,৭০৫	১৪,৮৪২	৫২%	৮৪	২৫৭	৩৪১	৭৫%
উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫,৫৯৯	৪,২৯,৯৫২	৪,০০,৭৮১	৮,৩০,৭৩৩	৪৮%	১৯,৩৫০	৩,৩১৩	২২,৬৬৩	১৫%
উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫৪	২,৬৮,৮০১	২,৯১,৭২০	৫,৬০,৫২১	৫২%	৪,৮৯২	৬,২০৯	১১,১০১	৫৬%
ব্র্যাক স্কুল	১৩,৫২২	১,৪৩,১১০	১,৮৯,৫৮৫	৩,৩২,৬৯৫	৫৭%	৫০৪	১৩,৩৮২	১৩,৮৮৬	৯৬%
রস্ক স্কুল	৬,২৫৮	৯২,৭৪৪	৯১,৪১৯	১,৮৪,১৬৩	৫০%	১,১৪০	৫,১৮৭	৬,৩২৭	৮২%
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৭,১৭৫	৮,১৩০	১৫,৩০৫	৫৩%	১৩৫	৩২০	৪৩৭	৬৯%
অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫,৪১৮	৭০,৬৪৪	৭০০৯৯	১৪০৭৪৩	৫০%	২৬৬৫	৪,৫১৩	৭,১৭৮	৬২%
১৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৭৯								
চা বাগান স্কুল	৫৩								
মোট-	১,২২,৭২১	৯৩,৬৯,০৭৯	৯৬,৯৮,৬৮২	১,৯০,৬৭,৭৬১	৫১%	২,১৩,৪৯৯	৩,১৪,২৯৯	৫,২৭,৭৯৮	৬০%

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৫

১.৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা :

শিক্ষার্থী	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার সংখ্যা	বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী কতজন শিশু স্কুলে যায় না, তার শতকরা হার
ছাত্র	৮৯,১৯,৭২৫	৮৬,৬০,৩৬১	২,৫৯,৩৬৪	২.৯১%
ছাত্রী	৮৫,৫৪,১৭৮	৮৪,৫০,৭৫৩	১,০৩,৪২৫	১.২১%
মোট	১,৭৪,৭৩,৯০৩	১,৭১,১১,১১৪	৩,৬২,৭৮৯	২.০৭%

১.৬ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তথ্য: (২০১৫ সাল)

ক্যাটাগরি	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট
ছাত্র	১৪,৫০,৫৪৬	১৯,২৫,৪৫৮	১৯,৯৭,৬০৩	১৯,৯৬,২৩৬	১৯,১৭,৭১৯	১৫,৩২,০৬৩	৯৩,৬৯,০৭১
ছাত্রী	১৪,১৪,৩৩১	১৮,৫৩,১৩১	২০,১৯,৯৬৭	২০,৩৫,১৪৮	২০,৬০,৭৩১	১৭,২৯,৭০৫	৯৬,৯৮,৬৮২
মোট	২৮,৬৪,৮৭৭	৩৭,৭৮,৫৮৯	৪০,১৭,৫৭০	৪০,৩১,৩৮৪	৩৯,৭৮,৪৫০	৩২,৬১,৭৬৮	১৯,০৬৭,৭৬১

১.৭ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০১৫)

বছর	গ্রস (Gross) (%)			* নীট (Net) (%)		
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৯৯.১	৯৩.৯
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯৭.৬	৯৪.৮
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯৭.৩	৯৪.৯
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৮.১	৯৬.৭
২০১৩	১০৬.৮	১১০.৫	১০৮.৬	৯৬.২	৯৮.৪	৯৭.৭
২০১৪	১০৪.৬	১১২.৩	১০৮.৪	৯৬.৮	৯৮.৮	৯৭.৭
২০১৫	১০৫.০	১১৩.৪	১০৯.২	৯৭.১	৯৮.৮	৯৭.৯

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা-চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিম্নরুপ ঃ

১.৮ ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার

বছর	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
ঝরে পড়ার শতকরা হার	৪৭.২	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৫২.৮	৪৯.৫	৪৯.৫	৫০.৭	৫৪.৯	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬

তথ্য সূত্র: বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৫

* নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

১.৯ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাসের নাম : জুন ২০১৬

নং		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট (কোটি টাকা)		জাতীয় বাজেটে শতকরা হার	ব্যয় (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার	*উপকার ভোগী			অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	মন্তব্য
		মূল	সংশোধিত				শ্রম জন	শ্রম দিবস	শ্রম মাস		
০১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)		১৪০০.০০		১৩৮৮.৯৫	৯৯.২১	-	-	-	১.৩০ কোটি শিক্ষার্থী	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়।
০২	দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প	৫৬০.০০	৪৮১.৬৬	-	৪৮০.৭১	৯৯.৮০%	-	-	-	২৮,২৮,০৪৬ শিক্ষার্থী	প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টি গুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
০৩	ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	২১.৬২	২৬.১৮	-	২৪.৯৫	৯৫.৩১%	-	-	-	৩,৫৩,৭৮৬ শিক্ষার্থী	প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টি গুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
০৪	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৭০.০০	১৪৭.৬৬	-	১৩০.৯২	৮৮.৬৬%	-	-	-	৩,৮৬,৮৭৫ জন শিক্ষার্থী	ভর্তিকৃত শিশুদের শিক্ষা ভাতা ও অনুদান দেয়া হয়।
০৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	৩৫৯.২০	২১৯.৯৩	-	২১৯.০৮	৯৯.৬১%	-	-	-	২,২৩,২২,৪২৮ শিক্ষার্থীর জন্য	বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।
০৬	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (মানব সম্পদ উন্নয়ন)	১৬.৪৪	১৬.৪৪	-	১১.৫১	৭০.০১%	-	-	-	১০১৩ জন	
	মোট =	১১২৭.২৬	২২৯১.৮৭		২২৫৬.১২	৯৮.৪৪%					

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় শ্রম জন, শ্রম দিবস এবং শ্রম মাস এর বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
- উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

২.০ বিশেষ অর্জন :

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হার পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার :

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			ব্যয় কোটি টাকায়)			অগ্রগতির হার (%)	জাতীয় গড়
২০০৮-০৯	১১	২১১৩.৭৯	১০৭১.৯৫	১০৪১.৮৪	২০৫৫.১২	১০৫৮.৪২	৯৯৬.৭০	৯৭.২২	৮৬%
২০০৯-১০	১১	২৮২৩.১৮	১৩৫৭.৩২	১৩৬৫.৮৫	২৭১৬.১৮	১৪৩৯.০৬	১২৭৭.১১	৯৬.২১	৯১%
২০১০-১১	১৪	৩০৫৬.৬২	১৮৩৫.০৮	১২২১.৫৪	২৯৭৮.৯৮	১৮১৬.৩৪	১১৬২.৬৪	৯৭.৪৬	৯২%
২০১১-১২	১৪	২৪৬৬.৩২	২০৭৯.৮৯	৩৮৬.৪৩	২৪১৭.৭০	২০৫২.৯৬	৩৬৪.৯৭	৯৮.০৪	৯৩%
২০১২-১৩	১৮	৩৯১৬.৩২	৩৩৫৫.৮৩	৫৬০.৪৯	৩৭৬৫.৫০	৩৩১৭.৫৮	৪৪৭.৯২	৯৬.১৫	৯৬%
২০১৩-১৪	১৬	৪৫২৮.৬৫	৪০৪২.৭২	৪৮৫.৯৩	৪৪৮৬.৪১	৪০১৩.৩৭	৪৭৩.০৪	৯৯.০৭	৯৫%
২০১৪-১৫	১৩	৪৩৩৩.২৮	৩৮৯০.২১	৪৪৩.০৭	৪১৮৬.১৫	৩৭৫৫.৪৮	৪৩০.৬৭	৯৬.৬০	৯১%
২০১৫-১৬	১২	৫২৪৭.৩৬	৪৯০০.০০	৩৪৭.৩৬	৫১৪৩.২১	৪৮১৬.৫৪	৩২৬.৬৭	৯৮.০২	৯২%

২.২ ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের ২৬,১৯৩ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি সরকারি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে, যা জানুয়ারি ২০১৩ হতে কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ১ম ধাপে ২৩,৫০০টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২য় ধাপে ১,৭৭১ টি এমপিও বহির্ভূত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কমিউনিটি ও সরকারি অর্থায়নে এনজিও নির্মিত বিদ্যালয়সহ) এবং ৩য় ধাপে ৫৮৪টি সহ সর্বমোট ২৫,২৪০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

১ম ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২৩,৫০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির ভিত্তিতে ২২,৯২৫টি বিদ্যালয়ের জন্য ১,১৪,৬২৫টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে এ পর্যন্ত প্রায় ৯১,০০০ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও পরবর্তীতে ২,২৯৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫টি করে মোট ১১,৪৯০টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে।

২.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৭৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।

৩.০ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন

৩.১ ১৯৮০ সালে সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করলে এর তত্ত্বাবধান ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯৮১ সালে জনশিক্ষা পরিদপ্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৬৪টি জেলা ও ৫০৫টি উপজেলা/থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, জেলা সদরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে সহকারি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি, ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকারী শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

৩.২ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ৮টি বিভাগ, যথা- এডমিনিস্ট্রেশন, প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ট্রেনিং, পলিসি এন্ড অপারেশন, প্রোগ্রাম, ফাইনান্স এন্ড একাউন্টস, আইএমডি এবং সেকেন্ড চান্স এডুকেশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ৮ জন পরিচালকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় :

(১) বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান;

(২) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

(৪) অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর উন্নয়ন;

(৬) প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৭) অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত এবং

(৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

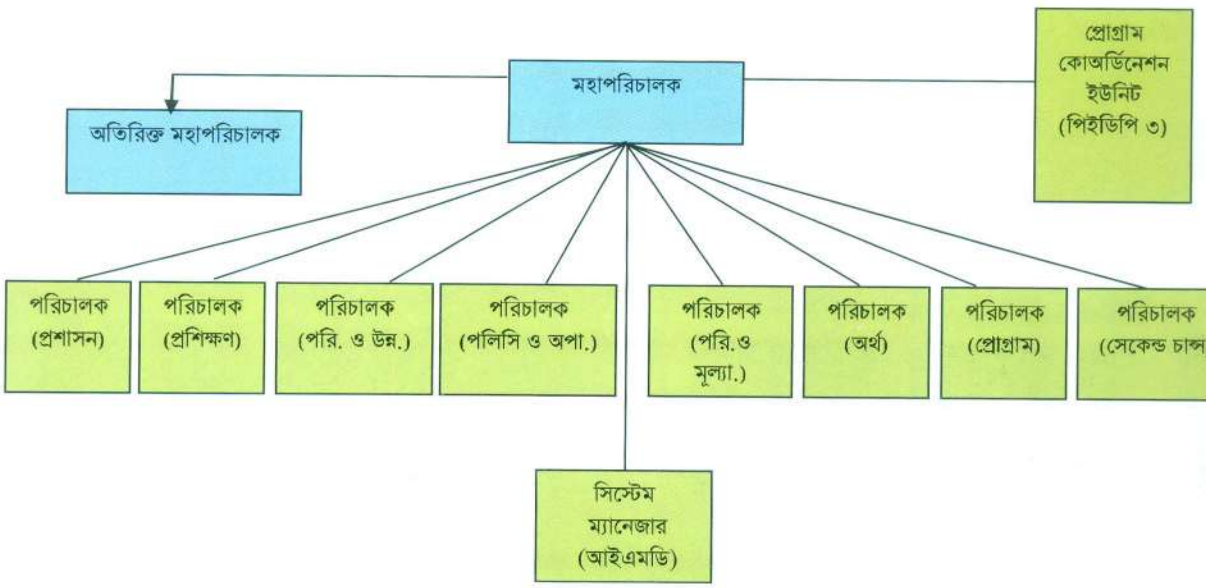

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) ও সবার জন্য শিক্ষা এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে ২০১১-১৭ মেয়াদে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP-3) গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৭) এর উপাদানসমূহ:

(১) শিখনফল অর্জন;
(২) সবার সমান অংশগ্রহণের সুযোগ;
(৩) আঞ্চলিক ও অন্যান্য পর্যায়ে বৈষম্য দূরীকরণ;
(৪) বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) নিম্নবর্ণিত ৫টি বৈশিষ্ট্য অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

(১) সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিকক্ষে বসেই অর্জন করবে।
(২) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে।
(৩) প্রাথমিক শিক্ষায় সকলে অংশগ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন ও শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করা বা কমানো হবে।
(৪) উপজেলা বা বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
(৫) প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড :

সর্বজনীন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক সৃষ্টিসহ শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এবং আরও ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম :

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন।

২। নিয়মিত সভার আয়োজন ঃ

- ক) গঠিত নৈতিকতা কমিটির সভা;
- খ) মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভূক্তকরণ;
- গ) অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা;
- ঘ) সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা।

৩। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার, ওয়ার্কশপে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হিসেবে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় পুস্তিকা অন্তর্ভুক্তকরণ ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান।

৫। অনলাইন/অভিযোগ বাক্স অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ।

৬। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন।

৭। অডিট নিষ্পত্তিকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অডিট সংক্রান্ত সভা আয়োজন।

৮। গণশুনানি গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ।

৯। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ।

১০। বিদ্যালয়ভিত্তিক এসএমসি ও শিক্ষক সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নৈতিকতা চর্চার বিষয় অবহিতকরণ।

১১। পৃথক শিফটে পৃথকভাবে ছাত্রছাত্রী সমাবেশের আয়োজন, শুদ্ধ উচ্চারণে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পথ পাঠ এবং সমাবেশসহ শ্রেণি কক্ষে নৈতিকতা চর্চার জন্য আলোচনা ও নৈতিকতা বিষয়ক গল্প-কবিতা পাঠ।

১২। উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য নৈতিকতা চর্চার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৩। ছাত্রছাত্রীদের মনোদৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য স্কুল পর্যায়ে কাব দল গঠন করে নৈতিকতা চর্চার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

১৫। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে প্রমিত বাংলা অনুশীলন।

৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন সেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম :

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তরে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

- ২০১৬ সালে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। যেমন-সিটিজেন চার্টার তৈরি ও বাস্তবায়ন, প্রতিটি দপ্তরে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, উদ্ভাবনী ধারণা আহ্বান, শিক্ষক ডাটাবেজ তৈরি, শিক্ষক বদলি সফটওয়ার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষকদের পেনশন সেবা সহজকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- শিক্ষকগণের পেনশন সহজকরণের জন্য ই-পেনশন এবং ২টি জেলায় পাইলটিং (মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল) জেলা করা হয়েছে। পেনশন সেবা সহজকরণের উপর ১টি তথ্য পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নাগরিক সেবার উন্নয়ন ও উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ডিজাইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- A2i এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে ৩ জন কর্মকর্তাকে মেন্টর প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মেন্টরিং করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরো ১০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষার সেবা সহজকরণের নিমিত্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রস্তাবনা পাওয়া গেলে তা সারাদেশব্যাপী বিতরণ করা হবে।
- অনলাইন গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (GRS) এর মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তার সমাধান সাথে সাথেই অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।
- ৩০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরে ৪টি শাখায় পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অচিরেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তরের ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু হবে।
- অন-লাইন একাউন্টিং সফটওয়ার এর মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে।

৩.৫ তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) :

প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবর্তে Sub-Sector Wide Approach কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় পিইডিপি-১ ও পিইডিপি-২ শীর্ষক দুটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ সকল কর্মসূচির সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনাপূর্বক ৯টি উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরও বৃহৎ পরিসরে পিইডিপি-৩ গ্রহণ করা হয় যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩.৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮,১৫,৩৮৮.৩৬ লক্ষ টাকা।

৩.৫.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।

৩.৫.৩ প্রকল্পের এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৩.৫.৪ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	১৫৩৮১.০০	১৫৬০০০.০০	২৪৭৫০০.০০	২৪০৪৩৭.০০	২৮০৪১৫.০০
ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১৪৭৪৯.৮৮	১৫২৯৮১.৭৫	২৪৫৪৮৭.৯৪	২২৯৮৯৫.১৬	২৭৫৫৯৮.১৭
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৫.৯০%	৯৮.০৭%	৯৯.১৯%	৯৫.৬২%	৯৮.৯৯%
ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) জুন'১৬ পর্যন্ত					৯১৮১১৫.৮১

৩.৫.৫ কর্মসূচির সামগ্রিক লক্ষ্য :

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপোযোগী শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.৬ কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলী :

প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য কার্যকরী ও যুগোপযুক্ত শিশু-বান্ধব শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি দক্ষ, একীভুত এবং সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩.৫.৭ বাস্তবায়ন কৌশল :

সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পিইডিপি-৩ এর কার্যক্রমগুলোকে ৪টি কম্পোনেন্ট ও ২৯টি সাব-কম্পোনেন্ট-এ বিভক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে ঃ

কম্পোনেন্ট ১ : শিখন ও শিক্ষণ।
কম্পোনেন্ট ২ : অংশগ্রহণ ও বৈষম্য।
কম্পোনেন্ট ৩ : বিকেন্দ্রীকরণ ও কার্যকারিতা।
কম্পোনেন্ট ৪ : সেক্টর/প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা।

৩.৫.৮ কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম :

(১) শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন। এ জন্য শিশুদের উপযোগী খেলাধুলা সামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম ও পাঠ্য বই সরবরাহ করা হচ্ছে;

(২) Overcrowded বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪২ তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক ৩৯,০০৩টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চাহিদভিত্তিক ১,২৮,৯৫৫টি টয়লেট নির্মাণ;

(৪) শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ পানি সংস্থানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৯,৩০০টি নলকূপ স্থাপন;

(৫) চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত;

(৬) পিটিআই, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ইউআরসি, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও নেপ সম্প্রসারণ ও মেরামত;

(৭) বর্তমান কারিকুলাম সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা;

(৮) দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির লক্ষ্যে সিইনএড এর পরিবর্তে ১৮ মাস মেয়াদের ডিপিএড কোর্স চালু;

(৯) উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

(১০) শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;

(১১) পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে Digital Content ভিত্তিক শ্রেণি পাঠদান পরিচালনা;

(১২) আইসিটি অবকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান;

(১৩) দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ;

(১৪) চাহিদাভিত্তিক টয়লেট মেরামত।

৩.৫.৯ পিইডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাস্তবায়িত প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

৩.৫.৯.১ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতি
১.	নলকূপ স্থাপন	৪৮৩৫.১১	৭৭৬৭টি
২.	ওয়াশ ব্লক	৩৬৯০০.৫৬	৭৭৮০টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১০২০৫.১১	৫৭টি
৪.	অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	৫৫৯৪৫.৮৮	৪৮৪৭টি
৫.	বড় ধরনের মেরামত	৪২২৫.১৫	১৩১২টি
৬.	বিদ্যালয় ভবন ও শ্রেণিকক্ষ মেরামত/সংস্কার		৫৫,৮৫২টি রুটিন মেরামত ও ৫,০০০ টি ক্ষুদ্র মেরামত
৭.	বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত		১০,২১১টি

৩.৫.৯.২ Decentralized School Management and Governance :

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আরো বিকেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর আওতায় বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ এর মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের মালিকানাবোধ জাগ্রতকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৫-২০১৬ অর্থবছর (লক্ষ টাকায়)		
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি
১.	স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ	৫০০০.০০	৪৮৩২.৮৮	৩২১৫২০ জন
২.	স্লিপ গ্রান্ট	২৫৫০০.০০	২৫৪৭৬.০০	৫০৭ উপজেলা ৬৩,৬৯১ হাজার বিদ্যালয়ে প্রতিটিতে ৪০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।

৩.৫.৯.৩ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ :

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস করে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৫-২০১৬ অর্থবছর টাকায়		মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	
১.	প্রশিক্ষণ	২০,০০০০০০০.০০	১৯,৭১,৪৫,০০০.০০	২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫,২৩৯ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
২.	শিক্ষক নিয়োগ	৭৪৫০৭৫৭১.০০	৭৩৭১৯৯৯১.০০	১৩,৯৮৮ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৫.৯.৪ বিনামূল্যে বই বিতরণ :

পিইডিপি-৩ এর অন্যতম কার্যক্রম বিনামূল্যে বই বিতরণ। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। লেখাপড়ায় শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণে সাদা-কালো বইয়ের পরিবর্তে রঙিন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে শিশুদের লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৫-২০১৬ অর্থবছর (লক্ষ টাকায়)			মন্তব্য
		বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	
১.	বই বিতরণ	২১৯,৯৩,২০,০০০.০০	২১৯,৯৩,১৯,৯৮৯.৯৭	১০০%	৩২,৮৮,০৫৩ জন প্রাক-প্রাথমিক ও ২,২৩,২৪,৩৩৮ জন প্রাথমিক স্কুল ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় গণভবনে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় গণভবনে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সবার জন্য শিক্ষা

৩.৫.৯.৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :

আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট জাঁকজমকভাবে আয়োজন করা হয়।

৩.৫.৯.৬ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অঙ্গিকারাবদ্ধ। সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিইডিপি-২ তে ৪টি এ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পিইডিপি-৩ তে ৪টি এ্যাকশন প্ল্যানকে সমন্বিত করে একটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয় যেটি 'Gender & Inclusive Education Action Plan' এর আওতায় মেয়ে শিশু, নৃ-গোষ্ঠির শিশু, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুকে মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষা শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে (শ্রেণিকক্ষে)

অর্জনসমূহ :

বর্তমান সরকার ৩৭,৬৭২ (সাইত্রিশ হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ১ জন করে সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছেন। ইতোমধ্যে ৬১ জেলায় তিন ধাপে (১৩,৯৮৮+৬,৯৩৩+১৩,৯৭৪)=৩৪,৮৯৫ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ৩০,৮৮,৪৬০ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ১৫,২৩৯ জন শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬১,০৮৮ জন শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সকল মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাকে ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি উপজেলা হতে ৩ জন করে কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের সুবিধার্থে সরকার GO-NGO Collaboration Guide Line and Implementation Plan অনুমোদন করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে GO-NGO Collaboration Guide Line এবং Implementation Plan এর আলোকে বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে এবং তাদের বিদ্যালয়/শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিশুদের বিনামূল্যে শিখন-শেখানো সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

৩.৫.৯.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম :

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA-National Student Assessment) একটি নমুনাভিত্তিক মূল্যায়ন। আদর্শমান বজায় রেখে প্রণীত ৩৫ থেকে ৪০টি অভীক্ষাপদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের উদ্দেশ্যে এক বছর অন্তর অন্তর জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিশুদের বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যথাযথ কিনা এবং শিশুরা শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো যথাসময়ে অর্জন করতে পারছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী বাছাই করে ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিত বিষয়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি প্রচলিত পরীক্ষা তথা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে ভিন্নতর। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত কৌশল নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৩ এর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৫-এর প্রাথমিক কার্যক্রম যেমন ফার্ম নিয়োগ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, টেস্ট আইটেম প্রস্তুত-এর জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে Education Household Survey ২০১৪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ জীবন যাত্রার মান অর্থাৎ আর্থসামাজিক অবস্থান যাচাই করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীর হার এবং আর্থিক অবস্থা শিক্ষায় কি প্রভাব ফেলে তা যাচাই এর জন্য Education Household Survey করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে Annual Primary School Census-2015 (বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি-২০১৫ প্রকাশিত হয়েছে (এপিএসসি-২০১৫) এবং Annual Sector Performance Report-2016 শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৩.৫.৯.৮ শিখবে প্রতিটি শিশু :

বর্তমান সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষকদের উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - প্রায় শতভাগ ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং জেন্ডার সমতা অর্জন ইত্যাদি। তবে শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর আওতায় 'শিখবে প্রতিটি শিশু (ইসিএল)' নামে একটি 'দিক নির্দেশক' পাইলট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো - শিখন শেখানো পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন নিশ্চিত করা। ইসিএল কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার মাধ্যমে একটি কার্যকর ও স্বয়ংক্রিয় শিখন শেখানো পদ্ধতি প্রবর্তন করা

এবং শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুর শিখন অর্জনে শিক্ষককে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা। অর্থাৎ ইসিএল এর সার্বিক লক্ষ্য হলো শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে গুণগত পরিবর্তন আনা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরো ১৩টি জেলার ২৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট ১,২৪০টি বিদ্যালয়ে পাইলটিং কার্যক্রম চলছে। এ অর্থ বছরে 'শিখবে প্রতিটি শিশু' পাইলটিং কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ২৬০টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে এসআরএম (Supplement Readig Mateng) বাবদ পাঁচ হাজার এবং টিএলএম (Teacking testing Mathodies) বাবদ তিন হাজার টাকা প্রেরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ৪টি জেলার (লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, সুনামগঞ্জ ও বরগুনা) ২৯২ জন মাঠ পর্যায়ের রিসোর্স পারসন (এইউইও, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারি ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর) এবং ৮০০ জন শিক্ষককে ইসিএল এর উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে এ পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

ইসিএল কার্যক্রমের মৌলিক নীতির আলোকে বাংলা ও গণিত বিষয়ের দু'টো লিফলেটের ওপর সাব-ক্লাস্টার পর্যায়ে ১০ জেলার সকল শিক্ষককে ০২ দিনের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকগণ ইসিএল বিষয়ে ধারণা লাভ করবে। যা পরবর্তীতে তাদের নীড বেজড সাব-ক্লাস্টার লিফলেট প্রণয়নে সহায়তা করবে।

ইসিএল বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা ও পাশ্ববর্তী দেশসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে ইসিএল কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে 'ইসিএল স্ট্রেন্দেনিং মডেল' এর প্রস্তাবনা ২৮ জুন ২০১৫ তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে। অনুমোদিত স্ট্রেন্দেনিং মডেলটি ৭টি বিভাগীয় শহরের নির্বাচিত ৫০টি বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'শিখবে প্রতিটি শিশু (ইসিএল)' স্ট্রেন্দেনিং মডেল ওয়ার্কশপ গত ২৮ মে ২০১৬ তারিখ এনসিটিবি, নেপ, অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের মতামত অনুযায়ী ইউনিসেফ কর্তৃক ৪টি বিষয়ের (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়) ওপর ৪ জন পরামর্শক ও ১ জন সমন্বয়ক নিয়োগ করা হয়। পরামর্শকগণের নেতৃত্বে ৪টি দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দলে এনসিটিবি ও নেপ এর প্রতিনিধি, ইসিএল রিসোর্স পারসন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শিক্ষকদের সমন্বয়ে ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপ করার কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৫.৯.৯ সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম :

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার শতভাগ ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিখন-শেখানোর গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুর স্বাস্থ্য সুস্থ্য রাখার জন্য প্রতি বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে কৃমিনাশক ঔষধ বছরে দুবার করে খাওয়ানো এবং একই সাথে বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্ট্রাটেজি পেপারের 'লিটল ডক্টর' ধারণাটি এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য যেমন : ১। ওজন; ২। উচ্চতা; ৩। দৃষ্টি শক্তি; ৪। বয়স; ৫। শ্রেণি ইত্যাদি তথ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফর্মে লিপিবদ্ধ করা হয়। সে অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের ছকে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৫-১৬ অর্থবছর	
		অর্থের পরিমাণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	ইউনিসেফ (পিইডিপি-৩)	১৫৬.১৫ লক্ষ	৮,৯৪০ জন

৩.৫.৯.১০ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা :

২০১৫ সালে প্রাথমিক সমাপনি পরীক্ষায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৫০৮টি উপজেলায় দেশে ৭,০৬০টি এবং বহিঃবাংলাদেশে ১১টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৯,৫০,৭৬৪ জন। ছাত্রী ১৫,৯৫,৪৬৮ জন ও ছাত্র ১৩,৫৫,২৯৬ জন। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৮,৩৯,২৩৮ জন। ছাত্রী ১৫,৪১,৯৭৩ জন, ছাত্র ১২,৯৭,২৬৫ জন, উত্তীর্ণ ২৭,৯৭,২৭৪ জন এবং পাশের হার ৯৮.৫২%।

৩.৫.৯.১১ এবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা :

২০১৫ সালে এবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সমগ্র বাংলাদেশে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩,০৬,১৯৬ জন। ছাত্রী ১,৪৫,৫৫৩ জন ও ছাত্র ১,৬০,৬৪৩ জন। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২,৬৪,১৩৪ জন। ছাত্রী ১,২৯,০৭৬ জন, ছাত্র ১,৩৫,০৫৮ জন, উত্তীর্ণ ২,৫১,২৬৬ জন এবং পাশের হার ৯৫.১৩%।

৩.৫.৯.১২ মীনা দিবস :

মীনা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র। মীনা কার্টুন চরিত্রটি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল তথা দক্ষিণ এশিযার মেয়ে শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি বালিকা চরিত্র। মীনা চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৯১ সালে একজন দশ বছর বয়সী বালিকা হিসেবে। মীনা নামের এই বালিকা চরিত্রটি মেয়ে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। শিশুদের সাথে সব বয়সের মানুষই মীনাকে খুব পছন্দ করে। সে কারণে ১৯৯৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখ হতে দেশব্যাপী মীনা দিবস উদ্যাপন করা হচ্ছে। প্রতিবছরই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ দিবসটি পালন করে আসছে।

৩.৫.৯.১৩ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন :

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বিদ্যালয়, ক্লাস্টার ও উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী , শিক্ষক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে পদক ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করা। ২০১৬ সালের ০৪ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করেন। আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ এর ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা -

ইভেন্ট	ছাত্র	ছাত্র	মোট
১০০ মিটার দৌড়	৩	৩	৬
দীর্ঘ লাফ	৩	৩	৬
উচ্চ লাফ	৩	৩	৬
ভারসাম্য দৌড়	৩	৩	৬
উপস্থিত বক্তৃতা	৩	৩	৬
ক্রিকেট বল নিক্ষেপ	৩	৩	৬
অংক দৌড়	৩	৩	৬
একক অভিনয়	৩	৩	৬
মোরগ লড়াই	৩	৩	৬
পল্লী গীতি/আঞ্চলিক গান	৩	৩	৬
আবৃত্তি	৩	৩	৬
চিত্রাঙ্কন	৩	৩	৬
দেশাত্ববোধক গান	৩	৩	৬
নৃত্য	৩	৩	৬
কাব শিশু	৩	৩	৬

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক, শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রেষ্ঠ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, শ্রেষ্ঠ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শ্রেষ্ঠ ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী, শ্রেষ্ঠ পিটিআই, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝরে পড়া উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সক্ষম বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ জেলা ও শ্রেষ্ঠ উপজেলাকে পদক প্রদান করা হয়।

৩.৫.৯.১৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অনুমোদিত পদসংখ্যা ছিল ৪,০৩,৭৭২টি। পূরণকৃত পদ ৩,৭৭,৩৭১টি এবং শূন্য ২৬,৪০১টি। জেলা কর্মকর্তার শূন্য পদ ০৩টি, অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ ৫৬৬টি, ২য় শ্রেণির ৮,৫৯৭টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ৯৮৬টি মোট-২৬,৪০১টি পদ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৪০ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন। নতুন নিয়োগ পেয়েছেন কর্মকর্তা ৩৮ জন, কর্মচারী ৬,৯৩৩ জন। মোট ৬,৯৭১ জন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২,০১৮ টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৬৮৭টি এবং অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ১১,৩৩১ টি।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫১টি এর মধ্যে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২১টি।

৩.৫.৯.১৫ তথ্য ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ বিভিন্ন দপ্তরে মেশিনারী দ্রব্য প্রদান, মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। সেগুলো হলো : অনলাইন ডাটাবেজ এর উপর ৭টি ওয়ার্কশপ (বিভাগীয় পর্যায়ে), ইউপিইও/টিপিইও কার্যালয়ে এইউ পিইও/এটিপিইও-দের MS Office & Hardware Troubleshooting এর উপর ৩০ ব্যাচে ৭৫০ জন এর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে, ট্রেনিং অন নেটওয়ার্ক এন্ড হার্ডওয়ার ট্রাবলশুটিং ফর ডিপিইও পারসোনেল এর উপর ১৬ ব্যাচে ৪০০ জন এর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ-৮,৯৩৭টি এবং মাল্টিমিডিয়া-৮,৯৩৭টি প্রদান করা হয়েছে। স্পেসিফিকেশন অনুমোদন করে ৬.১৬ লক্ষ টাকার চাহিদা অর্থ ও সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইন প্রশিক্ষণ ডাটাবেইজ তৈরির ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে এবং অনলাইন হার্ডওয়ার ইবভেন্টার এন্ড মেইনটেনেন্স সাপোর্ট ডাটাবেইজ তৈরির টিওআর টিএমসিসি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরে ই-ফাইল কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ৩০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-ফাইল ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ই-ফাইল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সরকারি-বেসরকারি সেবার মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল সেবার অগ্রগতি প্রদর্শনের অংশ হিসেবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬ মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। উক্ত মেলায় অনলাইন সেবা কার্যক্রম যথা : ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ডিজিটাল পদ্ধতি, ই-এপিএসসি, অনলাইন বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষা ও প্রাথমিক বৃত্তির রেজাল্ট অনলাইনে প্রকাশ, অনলাইন একাউন্টিং সিস্টেম সফটওয়ার প্রদর্শন করা হয়েছে।

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিকের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২৪টি বইয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ডিভিডি প্রেরণ করা হয়েছে।

৪০ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও আইসিটি ইকুইপমেন্ট এর কার্যকারিতা ও প্রভাব নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি স্টাডি চলমান আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মন্ত্রণালয় কক্ষে সকল দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এমপি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এমপি।

৩.৫.৯.১৬ Second Chance and Alternaive Education Program :

পিইডিপি-৩ কর্মসূচির ৪টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। এর দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট হচ্ছে Participation and Disparities, যার সাব-কম্পোনেন্ট হচ্ছে Second Chance and Alternative Education। ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদেরকে এ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে এবং পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে তাদেরকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তুলে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা হবে। এ কর্মসূচিতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান করা হবে। Second Chance Education কর্মসূচিকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইউনিটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.৫.৯.১৬.১ কর্ম এলাকা :

সমগ্র বাংলাদেশ (রস্ক প্রকল্পের আওতাধীন উপজেলা ও শহরের বস্তি এলাকা ব্যতীত)।

৩.৫.৯.১৬.২ কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

(১) বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা;

(২) শিক্ষার্থীদেরকে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি স্তরভিত্তিক যোগ্যতানুসারে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করা;

(৩) শিক্ষার্থীদেরকে ১ম-৫ম শ্রেণির সমমানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান শেষে ৫ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে তাদেরকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উপযোগী করে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির সুযোগ তৈরি করা;

(৪) বিদ্যালয় গমনোপযোগী লক্ষ্যদলভুক্ত শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা।

৩.৫.৯.১৬.৩ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	১১৮.০০ লক্ষ টাকা
ব্যয়ের পরিমাণ	৬৭.৮০ লক্ষ টাকা
ব্যয়ের শতকরা হার	৫.৭৫%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৬৭.৮০ লক্ষ টাকা

অর্জন ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, সুনামগঞ্জ, গাইবান্ধা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় সেকেন্ড চান্স এডুকেশন বাস্তবায়ন বিষয়ক ০৬টি সফল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.০ পিইডিপি-৩ বহির্ভূত অন্যান্য প্রকল্প :

৪.১ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়) :

প্রাথমিক শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ, সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে, মান উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৪.১.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,৪০,০০০.০০ লক্ষ টাকা।
৪.১.২ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৭।
৪.১.৩ অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।
৪.১.৪ প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ (সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতীত), এবং ৮৭টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয়।
৪.১.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য	:	শিশুদের ভর্তির হার ও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি সহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধি।
৪.১.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	বিদ্যালয়গামী ১ কোটি ৩০ লক্ষ দরিদ্র শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান।

৪.১.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

অর্থ বছর	২০১৫-১৬
বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	১,৪০,০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১,৩৮,৮৯৫.০০
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.২১%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১,৩৮,৮৯৫.০০

অর্জন ঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতিরেকে গ্রামীণ এলাকার ১০০% শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি সুবিধাভোগী আওতাভুক্ত। এ সময়ের মাঝে বিদ্যালয়গামী ১ কোটি ১৭ লক্ষ দরিদ্র শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়) :

যে সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে অথবা যারা কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি অথচ বয়স ১৪ বছর হয়েছে ঐ সকল শিশুর জন্য সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যের প্রেক্ষিতে ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভুত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

রস্কের আওতায় মাঠ-পর্যায়ে শিক্ষা কেন্দ্রে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভুত শিশুদের মাঝে শিক্ষকবৃন্দ।

রস্কের আওতায় শিক্ষা কেন্দ্রে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের স্কুল বহির্ভুত শিশুদের মাঝে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ।

রস্কের আওতায় শিক্ষা কেন্দ্রে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও শিক্ষকবৃন্দ।

৪.২.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা।
৪.২.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।
৪.২.৩	অর্থায়নের উৎস	:	৫,৮০৮.৫৩ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার); ১,০৮,২১৭.২৩ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-বিশ্ব ব্যাংক)।
৪.২.৪	প্রকল্পের এলাকা	:	দেশের ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলা।
৪.২.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের স্কুল বর্হিভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করার জন্য ২য় সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪.২.৬	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	২১,৩৬১টি শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.২০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান।

৪.২.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	৬,৮২৪.০০	১৪,৫৬০.০০	১৬,৫৫৩.০০	১৪,৭৬৬.০০
ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১৯৮.৬৭	১৪,২১৬.৬২	১৪,৫৫৩.৪৭	১৩,০৯২.০০
ব্যয়ের শতকরা হার	২.৯১%	৯৭.৬৪%	৮৭.৯২%	৮৮.৬৬%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	-	-	-	৪২,০৪৪.৪৪

অগ্রগতি ঃ রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত আনন্দ স্কুলের সংখ্যা ১১,১৬২ (চলমান)। এ সকল স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩,১০,৯৭৮ জন।

৪.৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়) :

বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে অবকাঠামো বৃদ্ধি পায়নি। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

৪.৩.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,৬৬,৬৯০.৬০ লক্ষ টাকা।
৪.৩.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৬।
৪.৩.৩	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।
৪.৩.৪	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
৪.৩.৫	সামগ্রিক লক্ষ্য	:	জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারপূর্বক ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৪.৩.৬	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র এবং টিউবওয়েল স্থাপনসহ মোট ৫,৬০০টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার।

৪.৩.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	৮০৩৬.০০	১৭১১৮.০০	২৫০০০.০০	৪৫৩৮৫.০০	১৯২৭৯.০০	১০০০০.০০	৫৫০০.০০	২৩৪৯৫.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৮০২৬.৪৯	১৭০৮২.২৫	২৪৯৩৬.২৩	৪৫০৪২.১৪	১৯০১৩.৭৬	৯৮৬৯.৬০	৫৪২৪.৫৯	২১,৫৬৯.৭৪
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.৮৮%	৯৯.৭৯%	৯৯.৭৪%	৯৯.২৪%	৯৮.৬২%	৯৮.৭০%	৯৮.৬৩%	৯১.৮১%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								৯৮.০১%

অর্জন ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫৪৩টি বিদ্যালয়সহ প্রকল্প শুরু থেকে ৫,৫৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত ১০০%।

৪.৪ ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম :

গ্রামীন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দরিদ্র শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে অধিক মনোযোগী হিসেবে গড়ে তোলা, ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ এ প্রকল্পের লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিশনের যৌথ অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

৪.৪.১	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০,৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা।
৪.৪.২	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫।
৪.৪.৩	অর্থায়নের উৎস	:	বাংলাদেশ সরকার ৭,৫৩৬.৬০ লক্ষ টাকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন/কমিশন ১২,৭৯৯.৭৪ লক্ষ টাকা।
৪.৪.৪	প্রকল্পের এলাকা	:	লাখাই (হবিগঞ্জ), ধর্মপাশা (সুনামগঞ্জ), দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর), কলমাকান্দা (নেত্রকোনা), ঝিকরগাছা (যশোর), হাতিবান্ধা (লালমনিরহাট), বেড়া (পাবনা), মহেশখালী (কক্সবাজার), রামগতি (লক্ষীপুর), দশমিনা (পটুয়াখালী)।
৪.৪.৫	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলার ১০টি উপজেলার ৪.১৭ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ।

৪.৪.৭ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	৩৯৮.০০	৬৯৯.০০	১৭৭৪.০০	৬৮০০.০০	২৬৫০.০০	৫০৫০.০০	৩৬০০.০০	২১৬২.৩৯
ব্যয়ের পরিমাণ	১.০৬	১২২.০৭	১৩৬৮.৮২	৬৭১৯.৯৪	২১২২.০৭	৪০৮০.০৩	৩০৩৭.১০	১২৫৭.৪৭
ব্যয়ের শতকরা হার	০.২৭%	১৭.৪৬%	৭৭.১৬%	৯৮.৮২%	৮০.০৮%	৮০.৭৯%	৮৪.৩৬%	৫৮.১৫%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি								২০৩৯৩.১৪

অর্জন ঃ ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ২১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৪.৫ দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি :

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেয়। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হলো দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার কল্যাণে গৃহীত সফল একটি কর্মসূচি। দারিদ্র্যতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির পূর্বেই ঝরেপড়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত করে স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই বিস্কুটগুলো স্কুল সময়ে বিতরণ করা হয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রকল্প কার্যালয় হতে নিয়মিত এ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়।

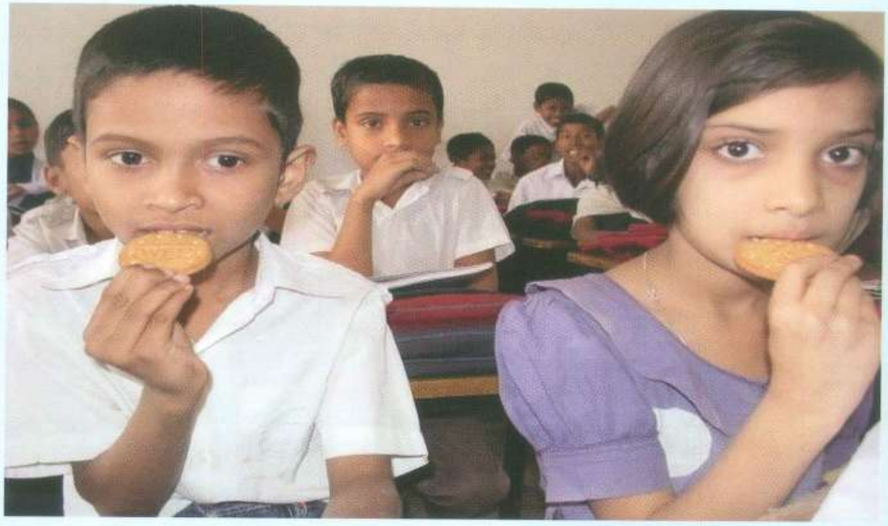

ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

৪.৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩,১৪,৫৫২.২০ লক্ষ টাকা।

৪.৫.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৭।

৪.৫.৩ অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার ও ডব্লিউএফপি

৪.৫.৪ প্রকল্পের এলাকা : ২৯টি জেলার ৯৩ টি উপজেলা।

৪.৫.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : ঝরে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার বৃদ্ধি।

৪.৫.৭ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৯৩টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ৩০ লক্ষ ০৫ হাজার ৪৫৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ মানের পুষ্টিসমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম বিস্কুট বিতরণ। এ প্রকল্পের আওতায় ০২ জুলাই ২০১৩ হতে বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলায় এবং ২৩ অক্টোবর ২০১৩ হতে জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণের পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে।

৪.৫.৮ কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	৯০৯০.০০	২৩৫৫০.০০	৪৩০০০.০০	৪৬৩০০.০০	৪১৮৮০.০০	৪৮১৬৬.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৮৮৯০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৪২৯৭৩.০৩	৪৬২৬৪.৯১	৪১৭৭৯.৯২	৪৮০৭১.২১
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৭.৮০%	৯৭.৮১%	৯৯.৯৪%	৯৯.৯২%	৯৯.৭৬%	৯৯.৮০%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						২১১৪১২.৪৮

অর্জন : ৩০ লক্ষ ০৫ হাজার ৪৫৮ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

৪.৬ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে বেশ কিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয় যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ NPA অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসব বিদ্যালয়বিহীন এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে দেশের ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জরিপে প্রাপ্ত বিদ্যালয়বিহীন এলাকার তালিকা হতে মন্ত্রণালয় অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নির্মাণ কার্যগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪.৬.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯০,৫৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা।

৪.৬.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬।

৪.৬.৩ অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৪.৬.৪ প্রকল্পের এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৪.৬.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য	:	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ।
৪.৬.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।

৪.৬.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	২৫.০০	৭৯৫৫.০০	১৯০০০.০০	২০০০০.০০	১৫০০০.০০	৬০০০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৩.২১	৭৮১৪.২০	১৮৮৫৮.৯৫	১৯৮২৬.৪৪	১৪৮৮২.৫২	৫৭৭৫.৯৩
ব্যয়ের শতকরা হার	১২.৮৪৫	৯৮.২৩%	৯৯.২৬%	৯৯.১৩%	৯৯.২২%	৯৬.২৭%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						২১০৮৩.৮০

অর্জন : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, টয়লেট (একত্রে) নির্মাণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে মোট ১১৭৯ টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৭ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন :

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় ১২টি পিটিআই স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পিটিআইয়ের নির্মাণ কার্যক্রমগুলো প্রকল্প কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪.৭.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৬,৯৪৪.৭৫ লক্ষ টাকা।
৪.৭.২ প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭।
৪.৭.৩ অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।
৪.৭.৪ প্রকল্পের এলাকা	:	গোপালগঞ্জ, নড়াইল, লালমনিরহাট, ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, শরিয়তপুর, ঢাকা, শেরপুর, রাজবাড়ী, মেহেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি।
৪.৭.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য	:	১২ পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং প্রতিবছর ১,৫৮৪ জন শিক্ষককে সিইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান
৪.৭.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	:	দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১২টি পিটিআই স্থাপন।

৪.৭.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	২৫.০০	৪১০০.০০	৫৮৫০.০০	৫০২০.০০	৪৫০০.০০	২৪৭০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	০.৪৬	৪০৯৫.২৫	৫৭৮৭.৬৬	৫০০৩.৯০	৪৪৩৬.২৫	২৩৪৬.৮৪
ব্যয়ের শতকরা হার	১.৮৪%	৯৯.৮৮%	৯৮.৯৩%	৯৯.৬৮%	৯৮.৫৮%	৯৫.০১%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						২১৬৭০.৩৬

অর্জন ঃ দেশের ১২টি জেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১২টি পিটিআই নির্মানের ৮২.৮১% কাজ সম্পন্ন।

৪.৮ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিবি) :

আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির আবশ্যকতা থাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের ন্যায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮০টি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৪.৮.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০,৯৫১.০০ লক্ষ টাকা।

৪.৮.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুন ২০১৭।

৪.৮.৩ অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

৪.৮.৪ প্রকল্পের এলাকা : বাংলাদেশের ২০টি জেলার ৮৩টি উপজেলা।

৪.৮.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বিদ্যালয় অবকাঠামো ও টিচিং এন্ড লার্নিং এইড ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ।

৪.৮.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : ১৭০টি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

৪.৮.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	১১৩৫.০০	৪০০০.০০	৯৪০০.০০	৪৩৮৩.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৭১.৯৮	৩৯৯২.৪১	৮৩১৮.৩৫	৪৩২১.৫৮
ব্যয়ের শতকরা হার	৬.৩৪%	৯৯.৮১%	৮৮.৪৯%	৯৮.৬০%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				১৬৭৯৭.৬২

অর্জন ঃ ১১৮টি বিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

৪.৯ ইংলিশ ইন অ্যাকশন :

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম মূলতঃ বাংলা। ইংরেজি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর বই বাংলায় প্রণীত। ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে দক্ষ পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদানে প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪.৯.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪,৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

৪.৯.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৭।

৪.৯.৩ অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্য।

৪.৯.৪ প্রকল্পের এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলা।

৪.৯.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৪.৯.৬ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : ৪৫,০০০ প্রাথমিক শিক্ষক এবং ৬,০০০ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪.৯.৭ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	১৮০৩.০০	৭৪০০.০০	১৮৭২.০০	১৮৭৬.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৮০২.৮৭	৭৩৮৩.৯৯	১৮৬০.৪৫	১৮১৪.৮৮
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৯.৯৯%	৯৯.৭৮%	৯৯.৩৮%	৯৬.৭৪%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				১২৮৬২.১৯

অর্জন ঃ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২২৩টি উপজেলায় ৬,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮,০০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রী ১২,৯০,০০০ জন। ১২৮টি উপজেলার ১,৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩,০০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২,৩৪,৫০০ জন।

৪.১০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) :

ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সাধনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৪.১০.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১,১৩৬.০০ কোটি টাকা।

৪.১০.২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬।

৪.১০.৩ অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকার।

৪.১০.৪ প্রকল্পের এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

৪.১০.৫ সামগ্রিক লক্ষ্য : শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.১০.৬ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	১০০.০০	২৩৩.০০	১৭৩.০০	২১৭.০০	২৯৪.০০	১৩০.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	৯৫.০২	২২৭.৭৩	১৬৭.৩০	২১৬.৪৬	২৯৪.০০	১৩০.০০
ব্যয়ের শতকরা হার	৯৫.০২%	৯৭.৭৪%	৯৬.৭১%	৯৯.৭৫%	১০০.০০%	১০০.০০%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি						১১৩৬.৯৭

অর্জন ঃ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০০০টি কাব দল খোলা হয়েছে। মোট কাবের সংখ্যা ২৪,০০০।

৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়

৫.১ পটভূমি :

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। নিরক্ষরতা এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এখনো দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর। এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি। দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৬৪.৬% (Bangladesh Sample Vital Statirtics 2015)। এনএফই ম্যাপিং রিপোর্ট-২০০৯ অনুসারে দেশে ১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ। এ বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা ও কর্মদক্ষতা প্রদান করতে না পারলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লক্ষ্যদলের জন্য উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করছে।

৫.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ :

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলা, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন' প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জনকারীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমতুল্য মানের স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে।

৫.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি :

(ক) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) কিশোর-কিশোরী, যারা বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি কিংবা বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে, তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় বা বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সকল বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠোমোর প্রিভোকেশনাল-১ ও ২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(ঘ) আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হাওড়, চর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান, বা এরূপ কোন অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী;

(ঙ) দুঃস্থ জনগোষ্ঠী (যেমন : পথশিশু, বস্তিবাসী, বেকার যুব নারী-পুরুষ, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী নারী-পুরুষ, ইত্যাদি);

(চ) বিশেষ চাহিদসম্পন্ন শিশু ও যুব নারী-পুরুষদের জন্য বিশেষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।

৫.৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কাঠামো :

৫.৪.১ জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো :

একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করছেন। প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
মহাপরিচালক	১	১	০
পরিচালক	২	২	০
উপ-পরিচালক	৩	৩	০
সিষ্টেম এনালিস্ট	১	১	০
অন্যান্য ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৯	৮	১
অন্যান্য	৬১	৪৯	১২
মোট-	৭৭	৬৪	১৩

৫.৪.২ জেলা পর্যায়ের কাঠামো :

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১. সহকারী পরিচালক	৬৪	৪৬	১৮
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৪	৬২	০২
৩. অফিস সহায়ক	৬৪	৫৫	০৯

৫.৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ICT সম্পর্কিত কার্যাবলী :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি, বেসরকারি এবং আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় পর্যায়ে একটি NFE MIS প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে অনলাইনে সকল প্রতিষ্ঠান তথ্য আদান প্রদান করে থাকে এবং যার address www.nfemis.bnfe.gov.bd
- মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলায় ৭১৮১টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে ১২ লক্ষ (পূর্বের লক্ষ্যমাত্রা ১৬ লক্ষ) নব্য সাক্ষরকে যাদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর তাদেরকে ১৬টি ট্রেডের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সকল তথ্যাবলী Online Software www.plcmis.gov.bd তে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতাধীন শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ডাটাবেজ (ওয়েব বেজ) উন্নয়ন করা হয়েছে। যার এড্রেস www.htrurban.gov.bd।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টালের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd এবং উক্ত পোর্টালের মূল মেন্যুর ওয়েবমেইল অপশনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল (প্রধান কার্যালয়-১৫ ও মাঠ পর্যায়ের-৬৪) কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল এড্রেস প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত পোর্টালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন-(১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, (২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, (৩) সাক্ষরতা দিবসের ক্রোড়পত্র, (৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, (৫) সাংগঠনিক কাঠামো, (৬) সিটিজেনস চার্টার, (৭) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা এবং (৮) সাক্ষরতা দিবস প্রকাশনা স্মরণিকা ২০১৫ ইত্যাদি।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত Bangla Govt.Net ও ইনফো সরকার প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুইচ, সুইচবোর্ড, সার্ভার কানেকশন, আইপি ফোন ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৬ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ :

সাক্ষরতার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীগণ তাদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ধরে রাখতে পারে না এবং পুনরায় নিরক্ষরে পরিণত হয়। তাই নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা ধরে রাখার জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মসংস্থান স্ব-কর্মসংস্থানমূলক করা না গেলে নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখাসহ দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষরতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প (পিএলসিএইচডি)-১, ২ গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পিএলসিএইচডি-১ ও ২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।

এক নজরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ ঃ

(ক)	প্রকল্পের নাম	:	মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ (পিএলসিএইচডি-১)।
	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০০১ - ডিসেম্বর ২০০৭।
	কোর্সের মেয়াদ	:	৩+৬ = ৯ মাস (সিবিএ)।
	লক্ষ্যদলের বয়স	:	১১-৪৫ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর, ঝরে পড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠী।

লক্ষ্যমাত্রা	:	১৬.৫৬ লক্ষ।
লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	:	৭১%।

(খ)

প্রকল্পের নাম	:	মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ (পিএলসিইএইচডি-২)।
প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	১.২ মিলিয়ন অর্থাৎ ১২ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে উন্নয়ন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	:	দেশের ২৯ (উনত্রিশ) জেলার ২১০ (দুইশত দশ)টি উপজেলা।
প্রকল্প ব্যয়	:	৪৫১,১৬.৬৭ লক্ষ (চারশত একান্ন কোটি ষোল লক্ষ সাতষট্টি হাজার)।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০২-জুন ২০১৩।

অর্জনসমূহঃ

(১) ৭,১৪৭ (সাত হাজার একশত সাতচল্লিশ)টি স্থায়িত্বশীল শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

(২) সর্বমোট ১১,০৩,১৬৫ (এগার লক্ষ তিন হাজার একশত পঁয়ষট্টি) জন নব্যসাক্ষরকে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮টি ট্রেড দক্ষতা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

(৩) সর্বমোট ৪,৩৫,৬২২ (চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত বাইশ) জন শিক্ষার্থী আয় সৃজনী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

(গ)

প্রকল্পের নাম	:	শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
প্রধান উদ্দেশ্য	:	শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১,৬৬,১৫০ (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার একশত পঞ্চাশ) জন কর্মজীবী শিশুকে (যার ৬০% মেয়ে শিশু) জীবনদক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান এবং ১৩+ বয়সী ১৭৪৬০ (সতের হাজার চারশত ষাট জন শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
কর্ম এলাকা	:	নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলাসহ দেশের ৬ (ছয়)টি বিভাগীয় শহর (রংপুর বিভাগ ব্যতীত)।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৪।
প্রকল্প ব্যয়	:	টাকা ৩০৩,৬১ লক্ষ (তিনশত তিন কোটি একষট্টি লক্ষ)।

অর্জনসমূহ ঃ

(১) ১,৪৬,৯৪২ (এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ) জন শহরের কর্মজীবী শিশুকে জীবিকায়ন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।

(২) মৌলিক সাক্ষরতা সম্পন্নকারী ১৭৪৬০ (সতের হাজার চারশত ষাট) জনকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ১১,৫৬০ (এগার হাজার পাঁচশত ষাট) জনকে ১১,০০০ (এগার হাজার) টাকা এবং ৫,৯০০ (পাঁচ হাজার নয়শত) জনকে ১৬,০০০ (ষোল হাজার) টাকা করে সীড মানি প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development ঃ

মূল উদ্দেশ্য	:	প্রিভোক-১ ও প্রিভোক-২ স্তরের ৬টি ট্রেডের (ক). এগ্রিকালচার মেশিনারীজ, (খ). পল্ট্রি, (গ). ওয়েল্ডিং, ৪. হাউজ কিপিং, ৫. কুকিং এবং ৬. কেয়ার গিভিং) কারিকুলাম তৈরি করা।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৩।

অর্জনসমূহ :

প্রিভোক-১ স্তরের ১টি এবং প্রিভোক-২ স্তরের ৬ টি কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রিভোক-১ এর শিক্ষা উপকরণের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, শীঘ্রই তা চূড়ান্ত করা হবে।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৩।

(ঙ) Capacity Building for Education for All (Cap EFA)-Literacy and Non-formal Education Program :

সমমানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে NFE-MIS/Database তৈরি এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য ইউনেস্কোর সহায়তায় ২০১২ সালে এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। বয়স্ক সাক্ষরতার উন্নয়ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষাকে পদ্ধতিগত ও যুগোপযোগী করা ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে রংপুর জেলার ২টি এবং সিলেট জেলার ২টি উপজেলায় এটি পাইলট আকারে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.৭ চলমান প্রকল্প :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪) জেলা' নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ৪.৫ মিলিয়ন (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক নিরক্ষর যাদের বয়স ১৫-৪৫ বৎসর তাদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং জীবন দক্ষতা প্রদান করা।

কর্ম এলাকা : দেশের ৬৪টি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলা।

বাস্তবায়নকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয় : টাকা ৪৫২,৫৮.৬২ লক্ষ (চারশত বায়ান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার)।

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটিতে বর্তমানে বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্বাচনের জন্য আরএফপি প্রদান করা হয়েছে। এরপর বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষণ কেন্দ্র নির্বাচন করে আগামী জানুয়ারি/১৭ থেকে চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

অর্থ বছর	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
বরাদ্দ	১৮৪.০০	৪১৭.০০
ব্যয়ের পরিমাণ	১৫১.০৭	১৬০.৬১
ব্যয়ের শতকরা হার	৮২.১০%	৩৮.৫২%
ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩১১.৬৮

৫.৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, Perspective Plan (2010-2021), Seventh Five Year Plan, Sustainable Development Goal (SDG)-4 এর আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্প তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

(১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত একটি প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট তৈরি করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি টিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। এরপর ১২/০৬/১৬ তারিখ উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সভা করে অর্থায়নের বিষয়টি সন্নিবেশিত করে টিপিপি চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান আছে।

(২) প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় স্থায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ :

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার চাহিদা অনুযায়ী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা হবে। এর ফলে তাদের দেশে ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠা :

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় দায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ICT বেজ একটি করে স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে ৮-১৪ এবং (১৫+) বছর বয়সী নারী-পুরুষ সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

(৪) উপকরণ উন্নয়ন :

প্রিভোক-১ এবং প্রিভোক-২ এর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেডভিত্তিক কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বাজার চাহিদাভিত্তিক ট্রেড নির্বাচন করে সে ট্রেডের কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হবে। এর ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ অনুযায়ী প্রি-ভোক-১ ও ২ স্তরের ভোকেশনাল শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে।

(৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড গঠন ঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ এর আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৭/০৯/২০১৬ তারিখ গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

৬.০ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট :

সংবিধান স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ পাশ করা হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অগ্রগতির সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। এ ইউনিটের অনুমোদিত মোট জনবল ৫৫ জন। বিগত সময়ে দেশের সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকিসহ সার্বিক দায়িত্ব এ ইউনিট পালন করে আসছে।

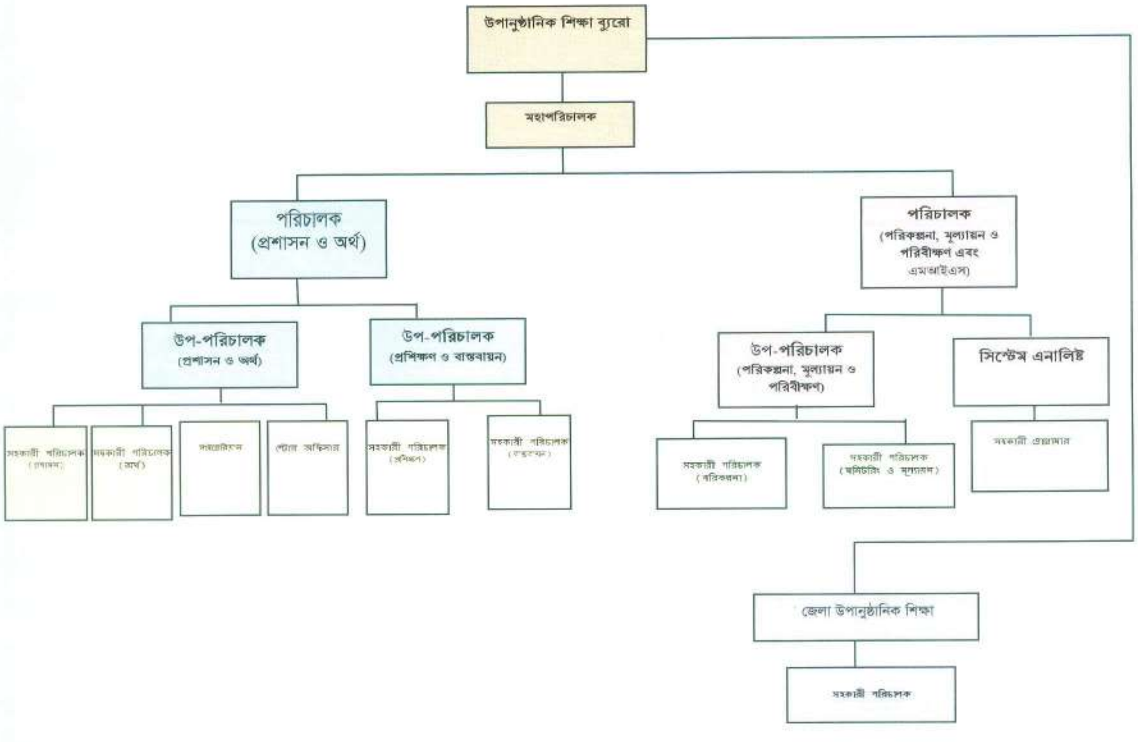

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভর্তির হার শতভাগ নিশ্চিত করা এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে রোধ করার জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ সকল লক্ষ্য ও সরকারের অঙ্গিকার বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ নিষ্পন্ন করে :

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিহ্নিত করে তাদের চাকরি সরকারিকরণের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করে;

২. জাতীয়করণের জন্য উপযুক্ত অথচ গেজেটভূক্ত হতে পারেনি এমন বাদ পড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয় Case by Case ভিত্তিতে যাচাইপূর্বক ১৪৩ জন শিক্ষকের তথ্য/সুপারিশ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে;

৩. প্রশাসনিক, শৃঙ্খলা ও মামলাজনিত কারণে বাদ পড়া বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে যাচাই বাছাই করে ৩১ জন শিক্ষকের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; ।

৪. জাতীয়করণকৃত কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের চাকরি সরকারীকরণের কাজ চলমান আছে। ৬১০টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,৬০৮ জন শিক্ষক/শিক্ষকাকে নিয়মিত বেতনের সরকারি অংশ প্রদান করা হয়;

৫. জাতীয়করণকৃত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে সিইনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে উচ্চতর বেতন স্কেলে বেতনের সরকারি অংশ প্রদান করা হয়;

৬. দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণের নিমিত্ত বিদ্যালয়সমূহের যাচাই বাছাই কাজে সহায়তা করা হয়;

৭. জাতীয়করণের পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত ৪,০২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে এককালীন আর্থিক অনুদান মঞ্জুরির নিমিত্ত যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়;

৮. জাতীয়করণের পূর্বে অবসর গ্রহণকৃত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের এককালীন অবসর ভাতা প্রদানের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক এ খাতে অর্থ বরাদ্দের নিমিত্ত নুতন কোড সৃজন করে রাজস্ব তহবিল হতে ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়;

৯. প্রাপ্ত অর্থ বন্টনের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সংগৃহীত অর্থ বাছাইকৃত ১,৬৩৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে বিতরণ করা হয়;

১০. জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

১১. বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

১২. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

১৩. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

১৪. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো/নেপ (NAPE) কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা হয়;

১৫. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিটের কর্মকর্তা কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়;

১৬. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে বেসরকারি উদ্যোগে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা স্থাপন, চালু ও স্বীকৃতির জন্য এ ইউনিট কর্তৃক খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

৭.০ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) :

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ

ভূমিকা :

"মৌলিক শিক্ষা একাডেমী" (Academy for Fundamental Education) নামে নেপ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ''জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)'' হিসেবে ১৯৮৫ সালে এর নামকরণ করা হয়। ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ ও গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে নেপ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

ভিশন (Vission) :

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

মিশন (Mission) :

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকগণের সর্বোচ্চ পেশাগত মান ও যোগ্যতা নিশ্চিত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।

নেপ-এর কর্মপরিধি :

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
- শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটর এবং সুপারভিশন করা।
- সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) ও ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- গবেষণাপত্র, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক রচনা সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা
- প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন করা এবং জার্নাল ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারনা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তরণ ঘটানো ।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, এনসিটিবি, পিটিআই ও ইউআরসি এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

নেপ বোর্ড অব গভর্নস :

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নস নেপ-এর যাবতীয় কাজ অনুমোদন দানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নস-এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক (নেপ) সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নস-এর সদস্যগণের তালিকা :

১.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদ মর্যাদার নিম্নে নহে)	সদস্য
৫.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, এনসিটিবি	সদস্য

৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, নেপ	সদস্য সচিব

বোর্ড অব গভর্নস নেপ-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেসবাহ উল আলম।

অনুষদসমূহ :

একাডেমিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে -

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) বোর্ড :

১৯৮২ সালে নেপ-এ বাংলাদেশ সিইনএড বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডের অধীনে সারা দেশে ৫৬টি সরকারি এবং ৩টি বেসরকারি পিটিআই রয়েছে।

সিইনএড বোর্ড এর অধীনে বর্তমানে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স ৫০টি পিটিআই-তে এবং ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন প্রাইমারি এডুকেশন (সিইনএড) প্রশিক্ষণ কোর্স ০৬টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি পিটিআই-তে পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক, নেপ পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরিচালক, নেপ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৪-২০১৬) :

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চুড়ান্ত পরীক্ষা অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	মোট পাশ	পাশের হার (%)	মন্তব্য
১	২০১৪-২০১৫	১৭২৭+২৪৫ (অনিয়মিত)	১৯৭২	১৮৪৫	৯৩.৫৫	
২	২০১৫-২০১৬	৫৮৫	৬৫৯	-	-	

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০১৬) :

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	উত্তীর্ণ	পাশের হার	মন্তব্য
১	জানুয়ারি, ২০১৫-জুন, ২০১৬	৫৮৩৫	৫৮৩৫			৪র্থ টার্ম চলমান
২	জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০১৭	৮৯৪৮	-			চলমান

ডিপ্লোমা ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রমসমূহ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৬) :

বাংলাদেশে ৫০টি পিটিআই এ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ডিপিএড কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ডিপিএড মনিটরিং কার্যক্রম :

টিম লিডার, গ্রুপ লিডার, নেপ অনুষদ এবং গবেষণা সহযোগী প্রতিষ্ঠান পিটিআইসমূহে ডিপিএড প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করে এবং মনিটরিং রিপোর্ট দাখিল করে।

ডিপিএড প্রশিক্ষণ সামগ্রী মুদ্রণ :

- টিম লিডার, গ্রুপ লিডার এবং বিষয়ভিত্তিক রচনাকারী প্রশিক্ষণ সামগ্রী পরিমার্জন করেন (৩১ জুন ২০১৬)।
- ৩৬টি পিটিআইসমূহে ২৯ প্রকার প্রিন্টেড মেটেরিয়াল সরবরাহ করে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা :

- "Revision of DPEd Material" and "DPEd Upabhidi Pranoyon" কর্মশালা দু'টি যথাক্রমে ১-৩ জুলাই ২০১৫ এবং ১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নেপ, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, নেপ অনুষদ, শিক্ষাবিদ এবং সরকারি নীতিনির্ধারকসহ ৭৭ জন অংশগ্রহণ করেন। পিটিআই সুপার এবং সহকারী সুপারদের ২ ব্যাচে DPEd Orientation Training আয়োজন করা হয় যাতে ৫০ জন সুপার এবং ৬ জন সহকারী সুপার অংশগ্রহণ করেন।
- DPEd Subject Based Refresher Course এর মাধ্যমে ১০ ব্যাচে সর্বমোট ৩০০ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও রিসোর্স পারসনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- DPEd এর উপর ৮ ব্যাচে সর্বমোট ১৯২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ভেনু পিটিআই :

- ৩০টি পিটিআই-তে ৪২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের ৭২০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৯৬০ জন সহকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- ৫০টি পিটিআই-তে ১৭৪টি ব্যাচে DPEd Own School এর ৬,৯৬০ জন প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ডিপিএড সনদ :

আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে নেপ, ডিপিই এবং আইইআর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU অনুযায়ী সনদ প্রদান করে।

নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ :

1. Annual Work Plan and PTI Management Training for PTI Superintendents.
2. Training on Quality Primary Education and Field Level Administration for DPEOs including ICT.
3. Training on Goood Governance and Quality Primary Education Management for ADPEOs.
4. Training on PTI Management for Assistant Superintendents of PTI.
5. Training on Office Management for UEOs.
6. Awareness Workshop regarding Compulsory Primary Education.
7. Training Need Assessment Workshop.
8. Research Seminar.

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন নেপ-এর মহাপরিচালক ফজলুর রহমান।

নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৫-২০১৬ :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	রাজস্ব খাত			উন্নয়ন খাত			সর্বমোট
		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
	২০১৫-২০১৬	৪২৮	১০০	৫২৮	১,০৪৬	২৩৪	১,২৮০	১,৮০৮

যোগ্যতাভিত্তিক টেস্ট আইটেম ডেভেলপমেন্ট :

নেপ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১	Orientation Training on Test Items Piloting for the Test Administrators and Monitors	১ দিন	২১	৪	২৫
২	Completency Based Test Item Development and Marker Training for PTI Instructors	৩ দিন	২৪৫	৫৫	৩০০
৩	Completency Based Test Item Development and Marker Training for AUEOs	৩ দিন	১৮৪	৪৮	২৩২
৪	Test Item Development Training for the Members of Resource Pool for Item Development (Two Times)	৭ দিন	১৯৮	২৭	২২৫
৫	Marker Training and Marking the Piloted Items (Two Times)	৬ দিন	৩৬	১৮	৫৪
৬	Orientation (How to Administer Test Items) Training for Test Conductor (Two Items)	১ দিন	৩৬	২৪	৬০
৭	Training for Finalizing Question Structure for PECE 2015	১ দিন	২৮	২২	৫০
		মোট	৭৪৮	১৯৮	৯৪৬

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৬ এর প্রশ্নপত্রের কাঠামো চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালয় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন খালিদ।

গবেষণা ও প্রকাশনা :

গবেষণা কর্মের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নেপ গবেষণা করে। তাছাড়া সিইনএড এবং ডিপিএড কারিকুলাম এবং পাঠ্য পুস্তকের উন্নয়নে নেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নেপ প্রতি বৎসর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় নেপ "Situational Analysis of Piloted Primary Schools that Running up to Grade Eight" and "Situational Analysis of Current Model School Activities in Bangladesh" নামে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দু'টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে। গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখ গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কিত সেমিনার নেপে অনুষ্ঠিত হয়। নেপ, আইইআর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ডিপিই, এনসিটিবি এবং বিএনএফই এর সর্বমোট ৩৭ জন ব্যক্তি উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকাশনা :

১. নেপ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক নিউজ লেটার নেপ বার্তা এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোয়নে নানামুখী কর্মকাণ্ডের সচিত্র সংবাদ ও বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অর্জিত কর্মকান্ড দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হচ্ছে।

২. বাৎসরিক প্রকাশনা 'প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল' এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

উপসংহার :

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমকালীন বিষয়াদি নিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে নেপ সহায়তা করছে। একই সাথে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন

প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। আগামী প্রজন্মকে ডিজিটাল বিশ্বের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে যোগ্য শিক্ষক তৈরিসহ নেপ-এর সমস্ত তৎপরতা শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে শানিত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণকে ঘিরে আবর্তিত।

৮.০ শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট :

(১) ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা :

০২-০৭-১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে "পথকলি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় "শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট"।

(২) ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(ক) ভাগ্যহত, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, হত-দরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(খ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(গ) শ্রমজীবি শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার স্বার্থে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী (চেয়ারপারসন), মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (ভাইস চেয়ারপারসন), সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (সদস্য) (পদাধিকার বলে), মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সদস্য (কো-অপ্ট) এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

(৪) ট্রাস্টের জনবল :

ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যমান।

(৫) বিদ্যালয়সমূহ :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ঢাকা মহানগরীতে ১৫টি, ৬৩টি জেলা সদরে ৭১টি এবং ৬৪টি উপজেলায় ৬৪টিসহ সারাদেশে সর্বমোট ১৫২টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ২৪,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত রয়েছে।

(খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ কাপ্তান বাজার, ঢাকা; ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ; রাজৈর; মাদারীপুর; কুমিল্লা; কিশোরগঞ্জ; লালমনিরহাট; জয়পুরহাট; ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

(গ) শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা ঃ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬২৫ জন শিক্ষক ও ১৫৪ জন কর্মচারী কর্মরত আছে।

(ঘ) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৪৩টি নিজস্ব ভবনে এবং ৫৬২ট বিদ্যালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটির পর ট্রাস্টের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

(৬) বৃত্তি কার্যক্রম :

(ক) প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

(খ) বার্ষিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল ও অধ্যয়নরত থাকা সাপেক্ষে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক স্তরে মাসিক ৬০০/- টাকা ও মাধ্যমিক স্তরে ৮০০/- টাকা হারে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়।

(৭) ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ :

ট্রাস্টের মূলধন তহবিলের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ও ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য আনুসংগিক খরচ নির্বাহ করা হয়।

(৮) শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা :

শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের আওতাধীন সাধারণ মঞ্জুরি খাত হতে নির্বাহ করা হয়।

(৯) বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি :

জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর তত্ত্বাবধানে ০৭ সদস্যের পরিচালনা কমিটি দ্বারা বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়।

(১০) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা ২০১০ অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছে :

(ক) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে একজন চেয়ারপারসন ও একজন ভাইস চেয়ারপারসনসহ মোট ০৭ জন ট্রাস্টি সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত আছে যা নিম্নরূপ ঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারপারসন
(২)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	ভাইস-চেয়ারপারসন
(৩)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
(৪)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৪ জন বেসরকারি সদস্য	-	সদস্য

(বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও পেশাজীবীদের মধ্যে হতে মনোনীত যাদের মধ্যে দুইজন মহিলা)

শর্ত ঃ সরকার বেসরকারি সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান করবেন। ইহা ছাড়া কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট (Co-opt) করতে পারবে।

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সদস্য তার মনোনয়নের তারিখ হতে তিন বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তার মনোনয়ন বাতিল করতে পারবেন।

(গ) মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বেসরকারি সদস্যগণ, চেয়ারপারসন বা তার অবর্তমানে ভাইস চেয়ারপারসন বরাবর লিখিত আবেদন দ্বারা ট্রাস্টি হিসাবে পদত্যাগ করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক তাঁর বা তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ট্রাস্টি হিসাবে বহাল থাকবেন।

নির্বাহী কমিটি :

"শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট" প্রবিধানমালা ২০১০ অনুযায়ী শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যাবলী তত্ত্বাবধান; ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন; ট্রাস্টের পক্ষে সকল প্রকার মামলা পরিচালনা করা; ট্রাস্ট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নরূপে নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে ঃ

(১)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২)	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
(৩)	মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	-	সদস্য
(৪)	পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	-	সদস্য

অর্জনসমূহ :

(১) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও করিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ঃ ৯১টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ১৮৫৬১ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। বিদ্যালয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং তৎক্ষনাৎ তথ্য/যোগাযোগ সম্পাদনের জন্য বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকদের নামে ই-মেইল খোলা হয়েছে।

(২) শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ ঃ ঢাকা মহানগরীর ১৪টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০১ জন প্রধান শিক্ষক, ১২ জন সহকারী শিক্ষক ও ০১ জন অফিস সহায়ক এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়সমূহে ১৩ জন প্রধান শিক্ষক, ৪৪ জন সহকারী শিক্ষক ও ১৬ জন অফিস সহায়ক এবং নৈশ প্রহরী ০৪ জনসহ সর্বমোট ৯১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

(৩) প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ ট্রাস্টের বিদ্যালয়সমূহের ১২৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা সরকারী পিটিআই এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সিইনএড/সিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(৪) প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ঃ ২০১৫ সনে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাশের গড় হার ৯৫.৫৮% ।

(৫) ২০১৫ সালে বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২০ জন। (২য় শ্রেণি-৮৮ জন, ৩য় শ্রেণি-৬৬ জন, ৪র্থ শ্রেণি-৪৪ জন, ৫ম শ্রেণী-২২ জন)।

(৬) জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবং পরিশোধকৃত টাকার বিবরণী ঃ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ৭৬৯ জন। বৃত্তি প্রদান বাবদ মোট ৬২,২৪,৯৬৪.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(৭) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ/পুরাতন ভবন সংস্কার ও মেরামত ঃ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থায়নে এবং স্থানীয়ভাবে বিদ্যানুরাগী দানশীল ব্যক্তিদের অর্থ সহায়তার মাধ্যমে ১৭টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ/সংস্কার ও মেরামত কাজ কাজ চলছে।

(৮) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ ঃ শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরে ও শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১৪,৪৯,৭১,২৪৭/- টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১,৫২,৮৮,৮৩০/- লক্ষ টাকা।

নেত্রকোনা জেলার শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষকবৃন্দ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলাপচারিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পিইডিপি-৩ এর আওতায় নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন

পিইডিপি-৩ এর আওতায় নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এর চূড়ান্ত খেলা উপভোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এর চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এর চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

ম্যানিলায় কলম্বো প্লান স্টাফ-এ "Primary Education Reforms and Public Financial Management" শীর্ষক বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাকার্তায় "School Management, Better Administration & Involvement of Society" শীর্ষক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণকারী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বই বিতরণ উৎসব-২০১৭-এ মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সহ অন্যান্য অতিথি ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বই বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৬-এর একটি খণ্ডচিত্র।